সংবাদ

তারিখ 12 SEP 2008
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

ছাত্রদল-ছাত্রলীগ সংঘর্ষে রামেক বন্ধ ঘোষণা

● শিক্ষার্থীদের ছাত্রাবাস ত্যাগের নির্দেশ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, রাজশাহী

রাজশাহী মেডিকেল কলেজে গত বৃহস্পতিবার রাতে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ কর্মীদের সংঘর্ষে অন্তত ২০ জন আহত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সকালে জরুরি বৈঠক করে মেডিকেল কলেজ এক মাসের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ। গতকালই সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে শিক্ষার্থীদের ছাত্রাবাস ত্যাগেরও নির্দেশ দেয়া হয়। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে পিংকু হোস্টেলের ছাত্রলীগ একটি কক্ষ দখলকে কেন্দ্র করে এই সংঘর্ষের সূত্রপাত বলে জানা যায়। পিংকু হোস্টেলের বেশ কয়েকটি কক্ষ ভাঙচুর হয়েছে। আহতদের মধ্যে রাশেদ, কাওসার, বিদ্যুৎ

ঘোষণা : পৃষ্ঠা : ১১ ক : ৪

ঘোষণা : বন্ধ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

রাজু, অহিদ, শিফাতকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এছাড়া বাবলু, মাহমুদুল, অলয়, অশোক, লালন, নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছে। অন্যরা প্রাথমিক চিকিৎসা নিচ্ছে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ জানায়, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পরে পিংকু হোস্টেলের ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জয়তুর ২০৫নং কক্ষের একটি সিট খালি হয়। মেডিকেল কলেজ শাখা ছাত্রদল নেতাকর্মীরা তখন থেকেই সিটটি দখলের পাঁয়তারা শুরু করে। কিন্তু ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা কক্ষটিতে জোবায়ের নামে এক ছাত্রকে সেখানে তোলার চেষ্টা করে। এনিয়ে উভয় সংগঠনের নেতাকর্মীদের মধ্যে প্রথমে বাকবিতণ্ডা ও পরে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। এক পর্যায়ে রাত ১১টার দিকে ছাত্রদল নেতারা ২০৫নং কক্ষে হামলা ও ভাঙচুর চালায়। প্রতিবাদে ছাত্রলীগ নেতারা ০০৮, ২০২, ২২৩ একটি কক্ষের কাচ ভাঙচুর ও সেখানে অবস্থানকারী ছাত্রদল কর্মী রাশেদ, কাওসার, বিদ্যুৎ, রাজু, অহিদ, শিফাতের হাতে থাকা ইকিস্টিব কেড়ে নিয়ে তাদের মারধর করে। এ সময় ছাত্রদল কর্মীরা ছাত্রলীগের ২০৪ ও ২০৭নং কক্ষ ভাঙচুর এবং বাবলু, মাহমুদুল, অলয়, অশোক, লালনকে মারধর করে।

খবর পেয়ে পুলিশ মেডিকেল ক্যাম্পাসে গিয়ে পিংকু হোস্টেলের গেট বন্ধ থাকায় সেখানে প্রবেশ করতে পারেনি। রাত সোয়া ১২টার দিকে পুলিশ বন্ধ গেট ভেঙে পিংকু হোস্টেলের ভেতর প্রবেশ করে সংঘর্ষ নিয়ন্ত্রণে আনে। উভয় সংগঠনের নেতাকর্মীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়ার প্রায় আধাঘণ্টা পর পুলিশের সাহায্য নিয়ে ছাত্রদল কর্মীরা আবার পিংকু হোস্টেলে ঢুকে ছাত্রলীগ কর্মীদের বিতাড়িত করে। এ সময় পুলিশ ২১৬ ও ২১৯ নম্বর কক্ষে ছাত্রলীগের সমর্থক কয়েক ছাত্রকে বাইরে থেকে তালাবদ্ধ করে রাখে। প্রায় দু'ঘণ্টা পর নিরীহ ওই ছাত্রদের কক্ষের তালা খুলে দেয়া হয়। সকালে কর্তৃপক্ষ মেডিকেল কলেজ বন্ধ ঘোষণা করেন এবং ছাত্রদের সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে হোস্টেল ত্যাগের নির্দেশ দেন। দুপুরে ছাত্ররা হোস্টেল ত্যাগের সময় বিপুলসংখ্যক বহিরাগতের নেতৃত্বে ছাত্রদল কর্মীরা ফের মেডিকেল কলেজ ক্যাম্পাসে ঢুকে মহড়া দেয়।

তুচ্ছ সংঘর্ষের ঘটনায় মেডিকেল কলেজ বন্ধ ঘোষণার ব্যাপারে অধ্যক্ষ ডা. ফজলুর রহমান সাংবাদিকদের জানান, আরও বড় ধরনের সংঘর্ষ এড়াতে তাঁদের পরের ছুটি এগিয়ে আনা হয়েছে। আগামী ১১ অক্টোবর মেডিকেল কলেজ খোলা হবে বলেও তিনি জানান।

ছাত্রলীগ মেডিকেল কলেজ শাখার সভাপতি দেওয়ান মো. মেহেদী হাসান তমাল জানান, ছাত্রদল এবং কর্তৃপক্ষ পরস্পরে যোগসাজশে ও পরিকল্পিতভাবে ছাত্রলীগে